গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ০৯/০৫/২০১৫ তারিখে বরিশাল সদর উপজেলায় নিম্নেবর্ণিত প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেনঃ

প্রকল্পের নাম	:	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচী
মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	:	বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী (WFP)
অর্থের উৎস	:	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট ৩১৪৫৫২.২০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ২১৪৫৯৯.৬৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ৯৯৯৫২.৫৫ লক্ষ টাকা

স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং এনজিও পরিচালক, বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুলে দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সহায়ক বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনপোযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাঁথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন।

উল্লিখিত প্রকল্পের অধীন বরিশাল সদর উপজেলার নিম্নলিখিত দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়ঃ

১। দিয়া পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত)
২। ১নং বারপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত)

পরিদর্শনকালে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর সংশ্লিষ্ট আহসানীয়া এনজিও মিশন-এর ফিল্ড মনিটরিং কর্মকর্তা, অভিভাবকবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে মতবিনিময় করা হয়।

প্রধান শিক্ষিকা বিস্কুট বিতরণের ধাপসমূহ বর্ণনা করেন এবং উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট এনজিও থেকে বিস্কুট সরবরাহ পাওয়ার পরে তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। অতপর তাঁরা দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীতে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট দেয়। প্রতিদিনের বিস্কুট বিতরনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বিস্কুটের স্টক রেজিস্টার হাল নাগাদ করেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ যাতে স্কুলে অবস্থানকালে বিস্কুট খায় সে ব্যাপারে শিক্ষকবৃন্দ নজর রাখেন।

পরিদর্শনকালে বিস্কুটের প্যাকেটে মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ পরীক্ষা করা হয়, সমস্ত রেজিষ্ট্রার যাচাই করে দেখা হয় এবং তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতিটি শ্রেণী কক্ষ পরিদর্শন করে ছাত্রী-ছাত্রীদের বিস্কুট এর গুণগতমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তা সঠিকভাবে বলতে সক্ষম হয়। তারা উল্লেখ করে বিস্কুট খাওয়ার ফলে তাদের ক্ষুধা দূর হচ্ছে এবং পড়াশুনা ও খেলাধুলা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী কর্মক্ষম হচ্ছে।

স্কুলের রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমেছে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উল্লেখ করেন শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। অভিভাবকগণ তাদের কক্তব্যে উল্লেখ করে তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আসার আগ্রহ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

ছাত্রী-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, ও অভিভাবকবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, একই ধরণের বিস্কুট খেতে অনেক ছাত্রী-ছাত্রীদের বিস্কুটের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে যদি বিস্কুটের স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন করা যায় তা হলে এর প্রতি আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা আরও জানায় বিস্কুটের পরিমাণ আরও বাড়ানো হলে তা আরও বেশি কার্যকর হবে। স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ সারাদিন স্কুলে অবস্থান করেন এবং সবসময় বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসতে পারেন না সেহেতু যদি বিস্কুট তাদেরকেও দেয়া হয় তাতে তারা অধিকতর মনোযোগের সংগে পাঠদান করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষার গুণগতমান অনুকুল পরিবর্তন সাধিত হবে।

প্রকল্প অফিস, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী; জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট এনজিওর ফিল্ড মনিটর কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন / মনিটরিং করেন বলে দেখা যায়।

সুপারিশঃ

(১) সারাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

(২) বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল, মাদ্রাসা, এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্কুল ও হাইস্কুলের প্রাথমিক শাখা সমূহকে এ প্রকল্পের আওতায় অনা যেতে পারে;

(৩) প্রতি তিন মাস অন্তর সরবরাহকৃত বিস্কুটের স্বাদ (যেমন Milk, Chocolate, Fruits, Butter) ফ্লেভার, রং, আকৃতি ও মোড়কের পরিবর্তন করে নতুনত্ব আনয়ন করা যেতে পারে এর ফলে একই ধরনের বিস্কুট খেতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে, একঘেয়েমীর অভিযোগ এসেছে তার নিরসন হবে;

(৪) বিস্কুটের টেক্সার আরও নরম করা যেতে পারে, কেননা প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশের দুধ দাঁত ভেঙ্গে পরার কারণে তাদের শক্ত বিস্কুট খেতে অসুবিধা হয়;

(৫) স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিস্কুট দেয়ার আওতায় আনা যায় কিনা সেটি বিবেচনা করা যায়।

(মাহমুদা বেগম)
অতিরিক্ত সচিব

স্মারক নং-০৯.৬০০.০০.০০.০০১.০০৪.২০১৪-৫৩১ তারিখঃ ২৭/০৫/২০১৫

অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচী, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা অধিদপ্তর, ৬ষ্ঠ তলা, কক্ষ নং-৬০৭, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

৩। উপ-সচিব, সমন্বয়-৫ অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।